দামুড়হুদায় বাবার কাছে নেশার টাকা না পেয়ে ঘরের টিন ও ইট বেঁচে দিলেন নেশাগ্রস্ত ছেলে

দামুড়হুদা উপজেলার বড়দুধপাতিলা পৃর্ব পাড়ায় বাবার কাছে নেশার ৫ হাজার টাকা না পাওয়ায় ঘরের টিন ও ইট বেঁচে দিলেন ছেলে সুমন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত শনিবার দামুড়হুদা উপজেলার বড়দুধপাতিলা পূর্বপাড়ার ভ্যানচালক ইউনুসের কাছে নেশাগ্রস্ত ছেলে সুমন (৩৫) ৫ হাজার টাকা চাই। বৃদ্ধ বাবা টাকা দিতে না চাইলে বাবা ও মা ‘কে হত্যার হুমকি দেয়। মা আগেই বাড়ি থেকে পাশের এক বাড়িতে অবস্থান নেয়। বাবা ইউনুস ভ্যান নিয়ে চলে যায় দামুড়হুদা।পরে নেশাগ্রস্ত ছেলে সুমন শোভার ঘরের টিন ও ঘরের ইট বিক্রি করে দেয়। এতেও ক্ষ্যন্ত হয়নি নেশাগ্রস্ত ছেলে সুমন। রান্না করে খাওয়া চুলাও ভেঙ্গে দেয়।

ভ্যান চালক বাবা ইউনুস জানায়, বর্তমানে আমি নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছি। তারপর কোনো উপায়ান্তর না পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় পুলিশের কাছে বিষয়টি জানালে পুলিশ বলে আপনি চুয়াডাঙ্গা কোর্টে চলে যান, ওখানে মামলা করেন। এখানে এ মামলা হবে না।

বৃদ্ধ বাবা কোনো দিক না তাকিয়ে সোধা শাপটা বাসায় চলে আসে। এসে সাংবাদিকদের নিকট ফোন দেয়। সাথে সাথে সাংবাদিকরা হাজির হয় ঐ বাসায়। সাংবাদিকরা সরজমিনে গেলে মেলে ঘটনার সত্যতা।

তিনি বললেন, বাবা তোমরা আমাদের সন্তানের মতো, একটা কিছু ব্যাবস্থা করো। তা নাহলে, আমরা যেকোনো মুর্হূতে খুন হয়ে যেতে পারি। তাই প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করছে ভুক্তভোগী মহল।

গাংনীর কাথুলী-খাসমহল সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী-খাসমহল বিওপি সড়ক নির্মাণের কাজে নিম্মমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন ইটভাটা থেকে অযোগ্য আমা আদলা ইট দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে সাড়ে ৩ কোটি টাকা ব্যায়ে রাস্তা নির্মাণের উন্নয়ন কাজ।

সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের যোগ সাজসে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স জনি এন্টার প্রাইজের স্বতাধিকারী সাহাবাজ উদ্দীন এই নিম্নমানের কাজ করছেন। তবে, জনি এন্টার প্রাইজের সত্বাধিকারী সাহাবাজ উদ্দীন বলেন, রাস্তা নির্মাণে কোনো অনিয়ম করা হয়নি, ভাল ইট দিয়েই কাজ করছি।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল (এলজিইডি) অধিদপ্তরের তত্বাবধানে গাংনী উপজেলার কাথুলি থেকে খাসমহল পর্যন্ত প্রায় সোয়া তিন কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ কাজ চলছে। এই প্রকল্পে বরাদ্দ ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা প্রায়।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বিভিন্ন ইটভাটা থেকে কুড়ানো ভাঙড়ি আমা ইট এনে একটি পাটের জমির পাশে জড়ো করেছে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটি। রাস্তাটিতে সিডিউল অনুযায়ী গভীর করা হয়নি। এছাড়া নিম্নমানের বালির সাথে মেশানো হয়েছে মাটি। কাজের মান বুঝে নেওয়ার জন্য একজন উপসহকারী প্রকৌশলী ও ওয়ার্ক এ্যাসিসটেন্ট বা এলজিইডি অফিসের লোকজন সার্বক্ষনিক থাকার কথা সরেজমিনে এলজিইডির কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রকল্পের কাছে দেখা যায়নি। সেখানে শুধু ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাইড দেখভাল করার জন্য নিয়োজিত আলম হোসেন নামের একজনকে পাওয়া গেছে।

আলম হোসেন বলেন, লেবারদের দেখা শোনা ও মালামাল ঠিকঠাক করে রাখা আমার দায়িত্ব। আমি কাজের ব্যাপারে কোনো কিছু বলতে পারবোনা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, শুরু থেকেই ফাঁকি দিয়ে করেছে রাস্তাটির নির্মাণ কাজ। প্রথম দিকে ঠিকাদার ও এলজিইডির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বলার পরেও তারা কোনো কর্ণপাত করেননি।

রাস্তার বিএমডাব্লিউ করার সময় মানহীন ইট ও গুড়ো ইটের রাবিশ দিয়ে